



12918 - যাদুটোনো থেকে নরিময়রে উপায়

প্রশ্ন

যনি বিদ্বিষেন, বশীকরণ বা অন্য কোন যাদুটোনো দ্বারা আক্রান্ত তার চকিৎসার উপায় কি? মুমনি ব্যক্তি যাদুটোনো থেকে কভাবে মুক্তি পতে পারেন অথবা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে যাদুটোনো তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআন ও হাদিসে এ সম্পর্কিত কোন দুআ-দরুদ বা যকিরি-আযকার আছে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাদুটোনোয় আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে: এক: যাদুকর কভাবে যাদু করেছে সটো আগতে জানতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় যে, যাদুকর কছু চুল নরিদমিট কোন স্থানে অথবা চরুনরি মধ্যে অথবা অন্য কোন স্থানে রেখে দিয়েছে। যদি স্থানটি জানা যায় তাহলে সে জনিসিটি পুড়িয়ে ফলে ধ্বংস করে ফলেতে হবে যাতো যাদুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, যাদুকর যা করতে চেয়েছে সটো বাতলি হয়ে যায়। দুই: যদি যাদুকরকে শনাক্ত করা যায় তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে যেন সে যে যাদু করেছে সটো নষ্ট করে ফলে। তাকে বলা হবে: তুমি যে তদবরি করেছে সটো নষ্ট কর নতুবা তোমার গর্দান যাবে। সে যাদুর তদবরিটি ধ্বংস করে ফেলোর পর মুসলমি শাসক তাকে হত্যা করার নরিদশে দবিনে। কারণ বশিদ্ধ মতানুযায়ী, যাদুকরকে তওবার আহ্বান জানানো ছাড়া হত্যা করা হবে। যমেনটি করছেন- উমর (রাঃ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: “যাদুকরকে শাস্তি হচ্ছে তরবারি আঘাতে তার গর্দান ফলে দেয়া।” যখন হাফসা (রাঃ) জানতে পারলেন যে, তাঁর এক বাঁদী যাদু করে তখন তাকে হত্যা করা হয়। তিনি: যাদু নষ্ট করার ক্ষেত্রে ঝাড়ফুঁকরে বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে: এর পদ্ধতি হচ্ছে- যাদুতে আক্রান্ত রোগীর উপর অথবা কোন একটি পাত্রের আয়াতুল কুরসি অথবা সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস, সূরা ত্বহা এর যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়বে। এগুলোর সাথে সূরা কাফরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং রোগীর জন্য দেয়া করবে। বিশেষতঃ যে দুআটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে:

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবি লি বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিআ ইল্লা শফিউক। শফিআন লা যুগাদরি সাকামা।”

(অর্থ- হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতাপালক! আপনি কিষ্ট দূর করে দিন ও আরোগ্য দান করুন। (যহেতু) আপনিই রোগ



আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। আপনি এমনভাবে রোগে নরিময় করে দনি যনে তা রোগকে নরিমূল করে দয়ে।)

জব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে য়ে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুক করছেন সেটোও পড়া যতে পারে। সে দুআটি হচ্ছে- “বসিমল্লাহি আরক্বকি মনি কুল্লি শাইয়নি য়ুকি। ওয়া মনি শাররি কুল্লি নাফসনি আও আইননি হাসদিনি; আল্লাহু ইয়াশফকি। বসিমল্লাহি আরক্বকি।”

(অর্থ- আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি। সকল কষ্টদায়ক বিষয় থেকে। প্রত্যকে আত্মা ও ঈর্ষাপরায়ণ চক্ষুর অনষ্টি থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুক করছি।)

এই দোয়াটি তনিবার পড়ে ফুঁ দবিনে। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তনিবার পড়ে ফুঁ দবিনে। আমরা য়ে দোয়াগুলো উল্লেখ করলাম এ দোয়াগুলো পড়ে পানতিে ফুঁ দতিে হবো। এরপর যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তিসে পানি পান করবো। আর অবশষ্টি পানি দিয়ে প্রয়োজনমত একবার বা একাধিক বার গোসল করবো। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবো। আলমেগণ এ আমলগুলোর কথা উল্লেখ করছেন। শাইখ আব্দুর রহমান বনি হাসান (রহঃ) ‘ফাতহুল মাজদি শারহু কতিাবতি তাওহদি’ গ্রন্থরে ‘নাশরা অধ্যায়ে’ এ বিষয়গুলো ও আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করছেন। চার: সাতটি কাঁচা বরই পাতা সংগ্রহ করে পাতাগুলো গুড়া করবো। এরপর গুড়াগুলো পানতিে মশিয়ে সে পানতিে উল্লেখতি আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দবো। তারপর সে পানি পানি করবো; আর কিছু পানি দিয়ে গোসল করবো। যদি কোন পুরুষকে স্ত্রী-সহবাস থেকে অক্ষম করে রাখা হয় সেক্ষেত্রেও এ আমলটি উপকারী। সাতটি বরই পাতা পানতিে ভজিয়ে রাখবো। তারপর সে পানতিে উল্লেখতি আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দবো। এরপর সে পানি পান করবো ও কিছু পানি দিয়ে গোসল করবো।

যাদুগ্রস্ত রোগী ও স্ত্রী সহবাসে অক্ষম করে দোয়া ব্যক্তরি চকিৎসার জন্য বরই পাতার পানতিে য়ে আয়াত ও দোয়াগুলো পড়তে হবো সেগুলো নমিনরূপ:

১- সূরা ফাতহি পড়া।

২- আয়াতুল কুরসি তথা সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত পড়া।

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴿٤﴾ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿٥﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿٦﴾ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴿٧﴾ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ﴿٨﴾ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ﴿٩﴾ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

(আয়াতটির অর্থ হচ্ছে-“আল্লাহ; তনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নই। তনি চরিঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা কিছু রয়ছে ও জমনিে যা কিছু রয়ছে সবই তাঁর। কে সে, য়ে তাঁর

অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবো? তাদের সামনে ও পছিনে যা কিছু আছে সে সবকিছু তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনোটো কিছুকই তারা পরবিষ্টন করতে পারেন না। তাঁর ‘কুরসী’ আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে পরবিষাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। তিনি সুউচ্চ সুমহান।)

৩- সূরা আরাফের যাদু বিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সে আয়াতগুলো হচ্ছে-

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُفْرِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122)

(অর্থ- সে বলল, তুমি যদি কোন নদির্শন নিয়ে এসে থাক, তাহলে তা পশে কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তিনি নজিরে লাঠিখানা নিক্ষেপে করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গলে। আর বরে করলেন নজিরে হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। ফরোউনের সাঙগ-পাঙগরা বলতে লাগল, নশ্চিয় লোকটি বজ্রিও-যাদুকর। সে তমোদরেককে তমোদরে দশে থেকে বরে করে দিতে চায়। এ ব্যাপারে তমোদরে মতামত কি? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দনি। যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বজ্রিও যাদুকরদের এনে সমবতে করে। বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফরোউনের কাছে উপস্থতি হল। তারা বলল, আমাদের জন্যে কি কোন পারশ্রিমকি নরিধারতি আছে, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তমোরা আমার নকিটবর্তী লোক হয়ে যাবে। তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপে কর অথবা আমরা নিক্ষেপে করছি। তিনি বললেন, তমোরাই নিক্ষেপে কর। যখন তারা বান নিক্ষেপে করল তখন লোকদের চোখগুলো যাদুগ্রস্ত হয়ে গলে, মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নিক্ষেপে কর তমোর লাঠিখানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গলিতে লাগল, যা তারা যাদুর বলে বানিয়েছিল। এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে গলে এবং ভুল প্রতপিন্ন হয়ে গলে যা কিছু তারা করছিল। সুতরাং তারা সখোনই পরাজতি হয়ে গলে এবং অতীব লাঞ্ছতি হল। এবং যাদুকররা সজেদায় পড়ে গলে। বলল, আমরা ঈমান আনছি মহা বশ্বিরে প্রতপিলকরে প্রততি। যিনি মূসা ও হারুনরে প্রতপিলক।)[সূরা আরাফ, আয়াত: ১০৬-১২২]

৪- সূরা ইউনুসের যাদুবিষয়ক আয়াতগুলো পড়া। সেগুলো হচ্ছে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اأَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

(অর্থ- আর ফরোউন বলল, আমার কাছে নিয়ে এস সুদক্ষ যাদুকরদগিক। তারপর যখন যাদুকররা এল, মুসা তাদেরকে বললনে: নকিষপে কর, তওমরা যা কিছু নকিষপে করে থাক। অতঃপর যখন তারা নকিষপে করল, মুসা বললনে, যা কিছু তওমরা এনছে তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দিচ্ছেনে। নঃসন্দেহে আল্লাহ দুস্কর্মীদের কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করনে না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরণিত করনে স্বীয় নরিদশে যেদণ্ডি পাপীদের তা মনঃপুত নয়।)[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭৯-৮২]

৫- সূরা ত্বহা এর আয়াতগুলো পড়া। সগুলো হচ্ছ-

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْفِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)

(অর্থ-তরাবললঃহমুসা, হয়তুমনি ক্বিপেকর, নাহয়আমরাপ্রথমনে ক্বিপেকরি।

মুসাবললনেঃবরংতওমরাইনক্বিপেকর।তাদেরযাদুরপ্রভাবহেঠাৎতঁরমনহেল, যনেতাদেরশণিলওলাঠগিলেছোট্টকিরছে।

অতঃপরমুসামনমেনকেছোটাভীতঅনুভবকরলনে। আমবিললামঃভয়করনো, তুমবিজিযীহবে।

তওমারডানহাতযোআছেতুমতিনক্বিপেকর।এটাতারাকরছেযোকছিসগুলোকেগ্রেসকরফেলেবে।তারাযাকরছেতোতকেবেলযাদুকররে কলাকটেশল।যাদুকরযখনহেথাকুক, সফলহবনো।)[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৫-৬৯]

৬- সূরা কাফরিন পড়া।

৭- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে পড়া।

৮- কিছু দোয়া দরুদ পড়া। যমেন-

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবিলি বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিআ ইল্লা শফিউক। শফিআন লা যুগাদরি সাকামা।” [৩ বার]

এর সাথে যদি এ দোয়াটিও পড়াও ভাল “বসিমল্লাহি আরক্বকি মনি কুল্লা শাইয়নি যুযকি। ওয়া মনি শাররি কুল্লা নাফসনি আও আইননি হাসদিনি; আল্লাহু ইয়াশফকি। বসিমল্লাহি আরক্বকি।”[৩ বার] পূর্ববোক্ত আয়াত ও দোয়াগুলো যদি সরাসরি যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তির উপরে পড়ে তার মাথা ও বুকে ফুক দিয়ে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় নরিময় হবে।